দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 21 JUL 2003
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

চিঠিপত্র

letters.ittefaq@gmail.com

গ্রন্থাগার কমিশন গঠন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা হোক

যে দেশের গ্রন্থাগার যত উন্নত সেই দেশ তত উন্নত। তাই দেশকে উন্নত করতে হলে দেশের গ্রন্থাগারগুলোকে উন্নত করতে হবে। আর গ্রন্থাগারগুলোর উন্নয়নে দেশে একটি গ্রন্থাগার কমিশন গঠন করা প্রয়োজন। এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেই ২০০১ সালে ঢাকা বইমেলার উদ্বোধনী বক্তৃতায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী সরকারকে পরামর্শ প্রদান করার জন্য একটি স্থায়ী গ্রন্থাগার কমিশন গঠন করার ঘোষণা দেন। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী প্রস্তাবিত গ্রন্থাগার কমিশনের রূপরেখা, আওতা ও কর্মপরিধি নির্ধারণের জন্য সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় ২০০২ সালের ২০ নভেম্বর ড. ওয়াকিল আহমেদের নেতৃত্বে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে। এ কমিটি প্রায় দেড় বছর পর ২০০৪ সালের ৫ এপ্রিল সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রীর কাছে তাদের প্রস্তাবনা রিপোর্ট জমা দেন।

গ্রন্থাগার কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে প্রস্তাবিত রিপোর্টে ১৩টি বিষয় উল্লেখ করা হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের দক্ষতা ও মর্যাদা বৃদ্ধিতে পদক্ষেপ গ্রহণ, গ্রন্থাগার স্টাফিং প্যাটার্ন এবং উপযুক্ত জনশক্তির উন্নয়ন, বেতন কাঠামো এবং নিয়োগবিধির মান নিরূপণে ভূমিকা পালন করা। যেখানে গ্রন্থাগার নেই সেখানে নতুন গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা। গ্রন্থাগার ও তথ্যক্ষেত্রের কোনো কোনো বিষয়ে উন্নয়ন করা প্রয়োজন, তা শনাক্ত করার জন্য গ্রন্থাগার ও সেগুলোর অবকাঠামোগত সুবিধাদির ব্যাপক জরিপ ও মূল্যায়ন করা। বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোতে গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র স্থাপন, সাইবার ক্যাফেসহ গ্রাম ও স্কুলে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা এবং ঢাকায় একটি আধুনিক বাণিজ্য তথ্যকেন্দ্র স্থাপন করা। গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের দক্ষতার উন্নয়ন, প্রয়োজনে ক্যাডার সার্ভিস প্রবর্তন করা। গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান কোর্সের আধুনিকায়নসহ গ্রন্থাগার ও তথ্যক্ষেত্রের জন্য জাতীয় ভিত্তিক গবেষণা কৌশল প্রণয়ন করা।

গঠন কাঠামোতে একজন চেয়ারম্যান ও সচিবের নেতৃত্বে কমিশন গঠনের প্রস্তাব করা হয়। ২০ সদস্যের কমিশনের সদস্য হিসেবে সরকারে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, গ্রন্থাগার বিষয়ক সরকারি প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি সংগঠন, প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের রাখার প্রস্তাব করে। কমিশনের জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ১৫টি পদও উল্লেখ করা হয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত গ্রন্থাগার কমিশন গঠন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে আর কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি। তাই বর্তমান সরকারের গঠনমূলক অন্যান্য কাজের মতো গ্রন্থাগার কমিশন গঠন প্রক্রিয়াও সম্পূর্ণ করার জন্য বিনীত আবেদন জানাচ্ছি।

মো. সিরাজুল ইসলাম, জোড়দহ, বেড়া, পাবনা